সংবাদ

তারিখ 22 AUG 2009 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষানীতির ১৮ লক্ষ্য : খসড়া পেশ সেপ্টেম্বরের শুরুতেই

আর. কে. রেজা

সংবিধানের-নির্দেশনার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০৯-এর খসড়া প্রণীত হয়েছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে প্রস্তাবিত এ শিক্ষানীতিতে ১৮টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষানীতির এ চূড়ান্ত খসড়া সরকারের কাছে জমা দেয়া হবে বলে কমিটি সূত্রে জানা গেছে।

কমিটি সূত্রে জানা গেছে, সংবিধানের ১৭ ধারার নির্দেশনার আলোকে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির খসড়া প্রণীত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯-এর খসড়ায় নৈতিক শিক্ষা, শিক্ষায় সবার অন্তর্ভুক্তি এবং দক্ষতা বৃদ্ধিকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার পাশাপাশি জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, প্রাজ্ঞ যুক্তিবাদী, নীতিবান, কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলাই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে শিক্ষানীতি সবার জন্য সুলভ, সুষম এবং সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে যাতে সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী মানসম্মত, গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত হয়। এ আলোকে ১৮টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা লক্ষ্য : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৪

লক্ষ্য : শিক্ষানীতির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা (২) ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা (৩) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির (যেমন : ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, শৃঙ্খলাসহ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো। (৪) জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা (৫) দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য প্রয়োগমুখী, উৎপাদন সহায়ক ও সৃজনধর্মী করে তোলা; শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা প্রদান করা (৬) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা (৭) শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর জোর দেয়া এবং শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে স্বাত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা (৮) নারী-পুরুষের সমান অধিকার, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা (৯) গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা (১০) সব শিক্ষার্থীর মধ্যে সমমৌলিক চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সমনাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সব ধরনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ানো (১১) শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করা ও এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা। তবে শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। (১২) দেশের জনগণকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা (১৩) বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা (১৪) শিক্ষায় জাতি, ধর্ম, গোত্র আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা (১৫) দেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতি সত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো (১৬) প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা (১৭) শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি করা (১৮) বিশ্ব পরিমণ্ডলের সব ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও ক্ষেত্রে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরী প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে বলেন, আগামী প্রজন্মকে দেশাত্মবোধ, নৈতিকতাবোধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসহ মানবিক গুণাবলি বিকাশে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে সুপারিশ করা হয়েছে। এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হলে আগামী প্রজন্ম সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে বলে প্রত্যাশা করেন তিনি।

কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান বলেন, নৈতিক শিক্ষা ও শিক্ষায় সবার অন্তর্ভুক্তিকরণের পাশাপাশি পাঠদানে দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে। একই সঙ্গে শিক্ষার মান উন্নয়নে গবেষণা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সুপারিশ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

গত ৮ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ঘোষণা করে। কমিটিতে লেখক, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদসহ ১৬ সদস্য রয়েছেন। ইতোমধ্যে শিক্ষানীতির খসড়াটি নিয়ে কমিটি বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করেছে। আগামী সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এ খসড়া আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেয়া হবে বলে জানা গেছে।